01

তারিখ 27 FEB 1992
পৃষ্ঠা... কলাম ..4...

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এখন আনন্দমুখর

দীর্ঘ ১৬ বছর পর শনিবার সমাবর্তন অনুষ্ঠান

নজমুল কবির শিপন : সমাবর্তন ও বিশ্ববিদ্যালয় উৎসব '৯২ উপলক্ষে চারদিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালায় যুগপৎ আয়োজনে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এখন আনন্দে উদ্বেল। অপরূপ সাজে সেজেছে বুয়েট ক্যাম্পাস। গতকাল বুধবার থেকে চারদিনব্যাপী বুয়েট ডে'র অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। ২৯ ফেব্রুয়ারি সমাবর্তন অনুষ্ঠান। বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীর এক মিলনতীর্থ যেন এখন বুয়েট ক্যাম্পাস।

গতকাল বুধবার উৎসবের উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা। মিনাবাজার, স্মৃতিচারণ, মুক্ত আলোচনা, সেমিনার, র‍্যাফেল ড্র, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়েছে চারদিনব্যাপী উৎসবের ডালি। তিনটি অনুষদ- তড়িৎ কৌশল, পুর কৌশল ও যন্ত্র কৌশলের শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠান পালনের আয়োজন করেছে। গতকাল ছিলো তড়িৎ কৌশল দিবস। আজ ও আগামীকাল যথাক্রমে পুর কৌশল ও যন্ত্র কৌশল দিবস। আর শনিবার সকল অনুষদ শিক্ষার্থীদের মিলিতভাবে সারাদিনব্যাপী উৎসব।

১৯৬২ সালের পহেলা জুন প্রকৌশল কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এর বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩ হাজার এবং শিক্ষক সংখ্যা ২৬০। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি ছাত্রদের এবং ১টি ছাত্রীদের মিলে মোট ৮টি আবাসিক হল আছে।

সকলের দৃষ্টিই মূলত সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রতি নিবদ্ধ। কারণ দীর্ঘ প্রায় ষোল বছর পর ২৯ ফেব্রুয়ারি আবার সমাবর্তন অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সমাবর্তন অনুষ্ঠান উদ্বোধন ও তাতে সভাপতিত্ব করবেন। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর হিসেবে প্রেসিডেন্টের উদ্বোধন করার কথা। এ নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর ভেতর দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো। নিয়মানুযায়ী রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসকে দিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধনের বিরুদ্ধে ছাত্রদল ও ছাত্র শিবির ছাড়া প্রায় সব সংগঠন বিরোধিতা করে। একজন স্বাধীনতাবিরোধী ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব সমাবর্তন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করলে তারা অনুষ্ঠান বর্জন করার কথাও ঘোষণা করে। পরে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের আওতাবহির্ভূত বিধায় সরকারপ্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে অনুষ্ঠান উদ্বোধনের সিদ্ধান্ত হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর ১৯৭৩ সালে প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়। তখন উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং ডিগ্রী প্রদান করেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। ১৯৭৬ সালে দ্বিতীয় সমাবর্তন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম উদ্বোধন করেন। উল্লেখের দাবি রাখে, দেশে এটিই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেটিতে বিরাজমান নানা প্রতিকূলতার মাঝেও সেশনজটমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৮৭-৮৮ সাল পর্যন্ত মোট ৬ হাজার ২শ' ৭৩ জন স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর প্রকৌশলীর মধ্যে ৩ হাজার ১শ' ৮৫ জনকে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ডিগ্রী প্রদান করা হবে। প্রধানমন্ত্রী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রীধারী ৪ জনকে স্বহস্তে সনদপত্র প্রদান করবেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠান সুচারুরূপে পালনের জন্যে প্রফেসর ডঃ ইকবাল মাহমুদকে সভাপতি করে ২৩ সদস্যের একটি উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলাম উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ শাহজাহান-এর কাছে। তিনি বললেন, সমাবর্তন অনুষ্ঠান মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণের জন্যেই। এটি নবান্নের উৎসবের মতো এবং জীবনে এক অমূল্য স্মৃতি। জানালেন, দীর্ঘদিন যাবৎ সমাবর্তন অনুষ্ঠান না হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষত বিদেশে লেখাপড়া ও চাকরির ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। সাময়িক সনদপত্র নিয়েই তারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বিদায় জানানো হয় না। এভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ সমাবর্তন না হওয়ার ফলে বিদেশে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দেয়া ডিগ্রীর প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হয়। উপাচার্য এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে করা কর্তব্য বলে অভিমত রাখেন।

ইউকসু সাধারণ সম্পাদক কাজী ফজলুল করিম জানালেন, এবারের বুয়েট ডে একই সঙ্গে এবং পর্যায়ক্রমে হচ্ছে। তাছাড়া দীর্ঘদিন পর সমাবর্তন অনুষ্ঠান হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

সহপাঠীদের সঙ্গে বিশ্বকাপ ক্রিকেট নিয়ে আলাপ জমিয়েছিলো চতুর্থ বর্ষ কেমিক্যাল বিভাগের প্রীতিশ কুমার রায়। তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইতেই বললেন, বুয়েট ডে এবং সমাবর্তন অনুষ্ঠানের একত্রিত ও বাড়তি আনন্দ এবারে পাওয়া যাবে। পঞ্চম বর্ষ স্থাপত্য বিভাগের ছাত্র আকিল আক্তার চৌধুরী বললেন, একদিকে আনন্দ আর অন্যদিকে দুঃখ লাগছে। আনন্দ এ কারণে যে, বহু দিন পর সমাবর্তন অনুষ্ঠান হচ্ছে। আর দুঃখ এ কারণে যে, কিছুদিন পরে হলেই আমিও সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারতাম। যেন পেয়েও পেলাম না। দ্বিতীয় বর্ষ পুর কৌশলের ছাত্রী লায়লা আহমেদের কাছে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে স্মিত হাস্যমুখে বললেন, খুবই আনন্দ লাগছে যে, বুয়েট ডে ও সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মিলিত আনন্দ একই সঙ্গে উপভোগ করার সুযোগ এসেছে।